মাসিক কম্পিউটার জগৎ
COMPUTER JAGAT
প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড: এ কে এম রফিক উদ্দিন
ড: এস এম মোরতাহেজ আমিন

সম্পাদক গোলাপ মুনীর
সহযোগী সম্পাদক মইন উদ্দীন মাহমুদ
সহকারী সম্পাদক এম. এ. হক অনু
কারিগরি সম্পাদক মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরি সম্পাদক মুসাব্বাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী সালেহ উদ্দিন মাহমুদ

বিদেশ প্রতিনিধি
জামাল উদ্দীন মাহমুদ আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা কানাডা
ড. এস মাহমুদ ব্রিটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান জাপান
এস. ব্যানার্জী ভারত
আ. ফ. মো: সামসুজ্জোহা সিঙ্গাপুর
নাসির উদ্দিন পারভেজ মধ্যপ্রাচ্য

গ্রাফিক্স এম. এ. হক অনু
ওয়েব মাস্টার মোহাম্মদ এহতেশাম উদ্দিন
কম্পোজ ও অক্ষসজ্জা সমর মৃধা
মো: মাসুদুর রহমান

মুদ্রণে : রাইটস (প্রা.) লি.
৪৪সি/২, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
অর্থ ব্যবস্থাপক সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক শিমুল শিকদার
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক প্রকৌ. নাজনীন নাহার মাহমুদ

প্রকাশক : নাজমা কাদের
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৫৮০৭, ৮৬১৬৭৪৬, ০১৯১১৫৯৮৬১৮
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৭২৩
ই-মেইল : jagat@comjagat.com
ওয়েব : www.comjagat.com
যোগাযোগের ঠিকানা :
কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৫৮০৭

Editor Golap Monir
Associate Editor Main Uddin Mahmood
Assistant Editor M. A. Haque Anu
Technical Editor Md. Abdul Wahed Tomal
Correspondent Md. Abdul Hafiz

Published from :
Computer Jagat
Room No.11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel : 8125807

Published by : Nazma Kader
Tel : 8616746, 8613522, 01711-544217
Fax : 88-02-9664723
E-mail : jagat@comjagat.com

সম্পাদকীয়

ভিওআইপি লাইসেন্স এবং এমভ্যাস নীতিমালা প্রসঙ্গ

ভিওআইপি তথা ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রটোকল একটি টেলিফোনি ব্যবস্থা। সস্তায় টেলিফোন জোগানোয় ভিওআইপি টেলিফোনি অনন্য-সাধারণ। সুদীর্ঘকাল থেকে এদেশের মানুষের স্বাভাবিক দাবি দ্রুততম সময়ে ভিওআইপি ব্যবস্থাকে বৈধ ব্যবস্থায় এনে তা দেশের মানুষের জন্য উন্মুক্ত করা হোক। আমরা এই ভিওআইপি উন্মুক্ত করার ব্যাপারে বরাবরই ছিলাম সোচ্চার। সম্পাদকীয় ও নানা ধরনের নানামাত্রিক লেখালেখির মাধ্যমে আমরা বারবার ভিওআইপি উন্মুক্ত করার জোরালো দাবি করে আসছি। কিন্তু রাজনীতির মারপ্যাঁচে স্বার্থান্বেষী মহল তা হতে দেয়নি। বরং এরা নিজেরা ভিওআইপিকে অন্ধকারে রেখে তাকে করেছে অবৈধ পয়সা কামানোর হাতিয়ার। অতি সম্প্রতি আমরা খবর পাচ্ছি, এবার রাজনৈতিক বিবেচনায় ভিওআইপি লাইসেন্স দেয়ার আয়োজন প্রায় সম্পন্ন করা হয়েছে।

খবরে প্রকাশ, রাজনৈতিক বিবেচনায় ভিওআইপি লাইসেন্স দেয়ার পুরো ক্ষমতাই ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় নিজেদের হাতে নিয়েছে। গত সপ্তাহে এরা নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রেখে ভিওআইপি লাইসেন্সের জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন তথা বিটিআরসি প্রণীত খসড়া নীতিমালা নিজেদের মতো করে চূড়ান্ত করেছে। আর এতে আপত্তি জানিয়ে মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছে বিটিআরসি। এ নিয়ে মন্ত্রণালয় ও বিটিআরসি'র মধ্যে এখন কার্যত চলছে এক ধরনের ঠাণ্ডা লড়াই।

বিটিআরসি'র পাঠানো চিঠিতে প্রতিষ্ঠানের আবেদন মূল্যায়ন করে নম্বর দেয়ার পদ্ধতি ও বাছাই কমিটি করার ক্ষমতা বিটিআরসির হাতে রাখা এবং লাইসেন্সের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়ার বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। তবে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব সুনীল কান্তি বোস সিদ্ধান্ত বদলের বিষয়টি নাচক করে দিয়ে বলেছেন, লাইসেন্স প্রক্রিয়ানিয়ে মন্ত্রণালয় যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা বহাল রাখার জন্যই বিটিআরসিকে চিঠি দেয়া হবে।

আমরা মনে করি, বিটিআরসির অনুরোধ যৌক্তিক। কারণ, আবেদন মূল্যায়ন ও বাছাই কমিটি করার ক্ষমতা বিটিআরসির হাতে থাকলে লাইসেন্স প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব বা চাপ অনেকটা কমে আসবে। লাইসেন্স প্রক্রিয়ার পুরো বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের হাতে থাকলে লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে দলীয় বিবেচনা প্রাধান্য পাবে নিঃসন্দেহে। আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস, রাজনৈতিক বিবেচনার উর্ধ্বে উঠে দ্রুত একটি সুষ্ঠু নীতিমালার আওতায় ভিওআইপি লাইসেন্স দেয়া হলে সরকার অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হতে পারত। বিটিআরসির দেয়া তথ্যানুযায়ী, প্রতিদিন বৈধভাবে ৪ কোটি ১ লাখ মিনিট কল রেকর্ড করা হয়। এর বাইরে প্রতিদিন গড়ে ১ কোটি মিনিট কল অবৈধভাবে টার্মিনেশন করা হয়। এর ফলে সরকার প্রায় ৫ কোটি টাকার রাজস্ব হারায়। বর্তমানে বৈধভাবে প্রতিমিনিট আন্তর্জাতিক কলে তিন মার্কিন সেন্ট করে সরকারের কোষাগারে জমা হয়। এর আগে মন্ত্রণালয় বিটিআরসির খসড়া নীতিমালা উপেক্ষা করে তিনটির বদলে ছয়টি লাইসেন্স দিয়েছিল। একই সাথে এরা আইআইজি, আইজিডব্লিউ ও আইসিএক্সের জন্য গণহারে লাইসেন্স দিয়েছিল। এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে দুর্নীতি দমন কমিশন থেকে বিটিআরসিকে তলব করার কথা বলা হয়। সে যাই হোক, আমরা যথাসম্ভব দ্রুত ভিওআইপি লাইসেন্স দেয়ার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ও দুর্নীতিমুক্ত এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত একটি বৈধ ভিওআইপি ব্যবসায় পরিবেশ দেখতে চাই।

পাশাপাশি আমাদের দেশে মোবাইল ফোনের ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস তথা এমভ্যাস (MVAS) ব্যবস্থাপনায়ও একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু হওয়া খুবই দরকার। জানা গেছে, বিটিআরসি এরই মধ্যে ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস বা ভ্যাস নীতিমালা প্রণয়নের একটি উদ্যোগ নিয়েছে। তবে ইতোমধ্যেই এই খসড়া নীতিমালা নিয়ে টেলিযোগাযোগ খাতে এক ধরনের মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। দেশের কনটেন্ট ডেভেলপারেরা বলছেন, দ্রুত এই খসড়া নীতি বাস্তবায়ন করা হোক। তাদের মতে, এই খসড়া নীতিমালা বাস্তবায়িত হলে প্রযুক্তি উদ্ভাবকদের সামনে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। অপরদিকে টেলিকম অপারেটরেরা এই খসড়া নীতিমালাকে টেলিকম শিল্প বিকাশে গলার কাঁটা মনে করছে। তাদের আশঙ্কা, এ নীতিমালা বাস্তবায়িত হলে টেলিকম যোগাযোগের মহাসড়ক নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। খসড়া নীতিমালা নিবন্ধন পদ্ধতি নিয়ে ঘোরতর আপত্তি রয়েছে তাদের। উল্লেখ্য, খসড়া নীতিমালা অনুযায়ী এমভ্যাস লাইসেন্স পাবে দেশী কনটেন্ট ডেভেলপারেরা, মোবাইল ফোন অপারেটরা তা পাবে না।

আমরা মনে করি, এমভ্যাস ব্যবস্থাপনাকে একটি সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার মধ্যে আনার জন্য ভ্যাস নীতিমালা চূড়ান্ত করা জরুরি। তবে তা চূড়ান্ত করার বেলায় সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্তদের সজাগ থাকতে হবে, যাতে করে এ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সবার ন্যায্য স্বার্থ যেনো বিঘ্নিত না হয়। সর্বোপরি নীতিমালাটি যেনো হয় ভারসাম্যপূর্ণ, যাতে সব মহলের স্বার্থ সমভাবে রক্ষিত হয়।

লেখক সম্পাদক
• প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম • সৈয়দ হাসান মাহমুদ • সৈয়দ হোসেন মাহমুদ • মো: আবদুল ওয়াজেদ